মৃত ডিরেক্টরকে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন

নিজস্ব সংবাদদাতা, কাঁথি ঃ পূর্ব মেদিনীপুর জেলার কাঁথিতে কন্টাই কো অপারেটিভ ব্যাঙ্কের হেড অফিসে নন্দকুমার ব্রাঞ্চের ডিরেক্টর সদ্য প্রয়াত মৃগাঙ্ক ভৌমিকের ছবিতে শনিবার মাল্যদান করে শ্রদ্ধা জানালেন এবং ওঁনার আত্মার চিরশান্তি কামনা করলেন এই ব্যাঙ্কের চেয়ারম্যান তথা পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পরিবহন ও পরিবেশ মন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। উপস্থিত ছিলেন ব্যাঙ্কের ভাইস চেয়ারম্যান চিন্তামণি মণ্ডল, সম্পাদক পার্থপ্রতীম পতি সহ ব্যাঙ্কের অন্যান্য পরিচালক মন্ডলীর সদস্যারা।

সমিতির উদ্যোগে কৃতী সংবর্ধনা

নিজস্ব সংবাদদাতা, কাঁথি ঃ পূর্ব মেদিনীপুর জেলার কাঁথি-৩ ব্লকের কুমিরদা সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতির উদ্যোগে শনিবার মাধ্যমিকে কৃতী ছাত্র-ছাত্রীদের সংবর্ধনা দেওয়া হল। এদিন সংবর্ধনার পাশাপাশি কুমিরদা গ্রামের ৪০ জন কৃতী ছাত্র-ছাত্রীদের ১ হাজার টাকা, একটি ডিক্সেনারি এবং শংসাপত্র দেওয়া হয়েছে। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন কাঁথি-৩ পঞ্চায়েত সমিতির বিদায়ী সভাপতি বিকাশ চন্দ্র বেজ, কুমিরদা গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান বিজয় কৃষ্ণ বারুই, শিক্ষক খগেন্দ্র নাথ মন্ডল, সমিতির সভাপতি লালমোহন দ্বিবেদী প্রমুখ।

থানা ও ব্লকের উদ্যোগে স্বচ্ছতা অভিযান ও বৃক্ষরোপণ

নিজস্ব সংবাদদাতা, কোলাঘাট ঃ পূর্ব মেদিনীপুর জেলার কোলাঘাট থানা ও শহিদ মাতঙ্গিনী ব্লকের যৌথ উদ্যোগে এলাকায় পরিবেশ স্বচ্ছ ও সুন্দর রাখার লক্ষ্যে সারাদিনব্যাপী বিশেষ কর্মসূচী নেওয়া হয়। শনিবার সকাল থেকে সারাদিনব্যাপী স্বচ্ছতা অভিযান ও বৃক্ষরোপণ করা হয়। এদিন মেচেদা ফাইভ পয়েন্ট এলাকায় নোংরা আবর্জনা পরিষ্কার করা ছাড়াও সৌন্দর্যায়নের জন্য একাধিক গাছ লাগানো হয়। এদিনের কর্মসূচিতে অংশ নেন কোলাঘাট থানার ওসি কাশীনাথ চৌধুরী, মাতঙ্গিনী ব্লকের বিডিও সুমন মন্ডল, পঞ্চায়েত সমিতির সহ সভাপতি বামদেব গুছাইত সহ বিশিষ্টরা। এদিন স্বচ্ছতা অভিযানে সিভিক ভলেন্টিয়াররা বিশেষভাবে অংশ নেয়। এই কর্মসূচী নিয়ে বিডিও সুমনবাবু জানান, এলাকায় সুস্থ ও স্বচ্ছ পরিবেশ বজায় রাখার উদ্দেশ্যে এই বিশেষ কর্মসূচী। এই ধরনের কর্মসূচী সমাজে অত্যন্ত প্রয়োজন।

ভেঙে পড়ল নতুন সেতু

নিজস্ব সংবাদদাতা, ঝাড়গ্রাম ঃ নির্মাণ কাজ শেষ হওয়ার পাঁচদিন পর নতুন সেতু ভেঙে পড়ায় ক্ষুব্ধ ঝাড়গ্রাম পুরসভার ৪নং ওয়ার্ডের বাসিন্দারা। এলাকার বাসিন্দারা সেতুটি পুননির্মাণের দাবি জানিয়েছেন। তাঁদের দাবি, ওই ওয়ার্ডের ১৯৪নং বুথ এলাকায় জলের নালার উপর ঝাড়গ্রাম পুরসভার পক্ষ থেকে ২২জুলাই একটি কালভার্ট তৈরি করা হয়। কিন্তু সপ্তাহ না ঘুরতেই কালভার্টের একাংশ ভেঙে পড়ায় পুরসভার প্রতি ক্ষোভে ফুঁসছেন এলাকাবাসী।

সচেতনতায় পুলিশের সঙ্গে ছাত্রীরা

নিজস্ব সংবাদদাতা, রামনগর ঃ পূর্ব মেদিনীপুর জেলার সৈকত শহরগুলিতে আগত পর্যটক ও এলাকার মানুষদের পথ নিরাপত্তা নিয়ে সচেতন করতে শনিবার রামনগর থানার পুলিশ ও রামনগর ট্রাফিক পুলিশের উদ্যোগে সেফ ড্রাইভ সেভ লাইফ কর্মসূচির আয়োজন করা হয়। এদিন সেফ ড্রাইভ সেভ লাইফ কর্মসূচি উপলক্ষ্যে রামনগর গার্লস হাইস্কুলের ছাত্রী, পুলিশ কর্মচারী এবং সিভিক ভলেন্টিয়ারদের নিয়ে রামনগর থানা থেকে একটি বিশাল র‍্যালি পুরো রামনগর বাজার এলাকা পরিক্রমা করে। এই র‍্যালির মাধ্যমে পথচারী, গাড়ির চালক, পর্যটক এবং বাইক আরোহীদের সচেতন করা হয়। পাশাপাশি রামনগর গার্লস হাইস্কুলের মেয়েরা সেফ ড্রাইভ সেভ লাইফ উপলক্ষ্যে একটি নাটক পরিবেশন করে। রামনগর থানার ওসি সত্যজিৎ চাণক বলেন, মোটবাইক চালকেদর হেলমেট ও গাড়ি চালকদের সিট বেল্ট অবশ্যই ব্যবহার করতে হবে। বৈধ কাগজপত্র সঙ্গে নিয়ে ট্রাফিক আইন মেনে গাড়ি চালাতে হবে।

মদ্যপ অবস্থায় গাড়ি চালকদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। তিনি আরও বলেন, এবার থেকে লেজার স্পিড গান এর মাধ্যমে ১১৬ বি জাতীয় সড়কের উপর নজরদারি চালানো হবে।

মাতৃযান চালক ও স্বাস্থ্যকর্মীকে মারধর, অভিযোগ দায়ের

বিনোদ মণ্ডল, এগরা

পূর্ব মেদিনীপুর জেলার এগরা মহকুমা হাসপাতালে বর্তমানে মোট দুটি মাতৃযান প্রকল্পের গাড়ি চলে। এগরা মহকুমা হাসাপাতলে মোট তিনটি মাতৃযান গাড়ি চালানোর জন্য ছাড়পত্র দেয় রাজ্য স্বাস্থ্য বিভাগ। গত কয়েক মাস আগে ওই তিনটি গাড়িও আসে। কিন্তু তিনটি গাড়ি যখন এগার মহকুমা হাসপাতালে আনা হয় সেই সময় থেকে শুরু হয় সমস্যা। হাসপাতালে থাকা নিশ্চয়যান প্রকল্পের গাড়ি চালকরা বাধা দেন গাড়ি চালাতে। তখন কোনো সমস্যা না সৃষ্টি করে সেই তিনটি মাতৃযান গাড়ি এগরা থানায় নিয়ে এসে রাখা হয়। কিছুদিন যাওয়ার পরে এগরা থানার সহযোগিতায় নিশ্চিয়যানের কর্মীদের সঙ্গে আলোচনা হওয়ার পর সিদ্ধান্ত হয় দুটি মাতৃযান চালানো যাবে। গাড়িগুলি সেই মতো চালানো হচ্ছিল। তবে মাঝেমধ্যেই দুই তরফের মধ্যে কথা কাটাকাটি হতো বলে জানা গেছে। হঠাৎ শুক্রবার মধ্যরাতে স্বাস্থ্যকর্মী রূপায়ণ প্রধানের কাছে অফিস থেকে ফোন আসে। বলা হয়, এগরা থানার বাসুদেবপুর গ্রামে তিন মাসের এক বাচ্চা অসুস্থ, তাকে এগরা মহকুমা হাসপাতালে আনতে হবে। সেই মতো মতৃযানে করে নিয়ে ভবানীচক বাজার পেরিয়ে কিছু দূরে যেতেই, জনাকয়েক মোটর বাইক এসে মাতৃযান গাড়ির চালককে গাড়ি থামাতে বলে এবং গাড়ির সামনে এসে পথ আটকায়। চালক মনে করেন রোগীর বাড়ির লোকজন। কিন্তু গাড়ি থামাতেই শুরু হয় গালিগালাচ, তারপর শুরু হয় মারধর, পরে মারতে মারতে গাড়ি থেকে নামিয়ে শুরু হয় আরও মার।

ঐ দুষ্কৃতীরা আবার গাড়িতে তুলে নিয়ে গিয়ে গাড়ির চালক ও স্বাস্থ্যকর্মীকে কিছু দূরে রাস্তার পাশে নয়নজুলিতে ফেলে আবার মারতে থাকে। উল্টো দিক থেকে আসা গাড়ির আলো পড়তেই দৌড়ে পালায় দুষ্কৃতীরা। পরে মাতৃযানের চালক ও স্বাস্থ্যকর্মীকে কোন রকম এগরা মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। প্রথমিক চিকিৎসার পর তাঁরা শনিবার এগরা থানায় অভিযোগ দায়ের করেন।

হৃদরোগে মৃত্যু সত্যরঞ্জন দাসের

নিজস্ব সংবাদদাতা, মেদিনীপুর ঃ পূর্ব মেদিনীপুর জেলার সারদা গ্রাম পঞ্চায়েতের বর্তমান পঞ্চায়েত সদস্য সত্যরঞ্জন দাস হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে কলকাতা পিজি হাসপাতালে পরলোক গমন করলেন। পঞ্চায়েতের জনপ্রতিনিধির পাশাপাশি তিনি কাজলা জনকল্যাণ সমিতির কোষাধ্যক্ষও ছিলেন। জানা গেছে, গত বৃহস্পতিবার হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে কাঁথি দারুয়া হাসপাতালে ভর্তি হন। পরে অবস্থার অবনতি হলে তাঁকে কলকাতা স্থানান্তরিত করা হয়। শনিবার সেখানেই তাঁর মৃত্যু ঘটে। এই খবর গ্রামে এসে পৌঁছলে এলাকায় শোকের ছায়া নেমে আসে। ছুটে আসেন এলাকার বিধায়ক বনশ্রী মাইতি, জেলাপরিষদ সদস্য উত্তম বারিক, দেশপ্রাণ ব্লকের বিডিও মনোজ মল্লিক, সারদা গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রাক্তন প্রধান স্নেহাশিস পাহাড়ি প্রমুখ। প্রয়াত সত্যরঞ্জন দাস সারদা প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সভাপতি, কাজলা সমবায় ঋণদান সমিতি সহ বহু জনহিতকর সংগঠনের সাথে যুক্ত ছিলেন। এদিন তাঁর মৃত্যুর খবরে জনকল্যাণ সমিতির সমস্ত শাখায় ছুটি ঘোষণা করা হয়। জনকল্যাণ সমিতিতে তাঁর মরদেহে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করেন সমিতির সভাপতি পশুপতি নন্দী, সম্পাদক স্বপন পন্ডা, বিবেকানন্দ সাহু, সন্দীপ দে প্রমুখ ও কাজলা সমবায় সমিতি ম্যানেজার রঞ্জন মজুমদার, নীলিমা চক্রবর্তী প্রমুখ। মৃত্যু কালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৬১ বছর। এদিন বিকালে গ্রামের শ্মশানে তাঁর শেষকৃত্য সম্পন্ন হয়।

পূর্ব মেদিনীপুর জেলার নন্দীগ্রাম থানার উদ্যোগে জেলা বনদপ্তরের বাজকুল রেঞ্জের সহায়তায় শনিবার নন্দীগ্রাম জুড়ে 'গ্রিন এণ্ড ক্লিন' কর্মসূচী পালন করা হল।

প্রতিবাদের পাশাপাশি থানাতে এফআইআর যুব তৃণমূলের

নিজস্ব সংবাদদাতা, দিঘা ঃ বৃহস্পতিবার বীরভূমের এক মিছিল থেকে তৃণমূলকে কটাক্ষ করেন বিজেপি নেতা নির্মল মন্ডল। সেই মিছিল থেকেই সর্বভারতীয় যুব তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে খুনের হুমকি দেওয়া হয় বলেও অভিযোগ। তার জেরে বিজেপির এই নেতার বিরুদ্ধে দিঘা থানায় অভিযোগের পাশাপাশি ডেপুটেশন দিল পূর্ব মেদিনীপুর জেলা যুব তৃণমূল কংগ্রেস। শনিবার সকালে পূর্ব মেদিনীপুর জেলার তৃণমূলের কার্যকরী সভাপতি সুপ্রকাশ গিরির নেতৃত্বে দিঘা থানায় ডেপুটেশন দেয় যুব তৃণমূল। গত ২ আগস্ট সিউড়িতে প্রকাশ্য জনসভায় অভিষেক ব্যানার্জীকে খুনের হুমকি দেন বিজেপি নেতা নির্মল চন্দ্র মন্ডল। তার প্রতিবাদে পথে নামল যুব তৃণমূল কংগ্রেস। একই সাথে রামনগর থানা, দিঘা মোহনা কোষ্টাল থানাতেও ডেপুটেশন জমা দেয় যুব তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মী সমর্থক। ডেপুটেশন কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করেন যুব নেতা বিশ্বরঞ্জন মিশ্র, কল্যাণ জানা, রাজকুমার জানা প্রমুখ। এবার অভিষেক ব্যানার্জীকে খুন করার হুমকি দেওয়ার অভিযোগে এক বিজেপি নেতার বিরুদ্ধে পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার সমস্ত থানাতে এফআইআর করল যুব তৃণমূল। শনিবার সকালে মূল এফআইআরটি হয় কোতয়ালি থানাতে। এরপর একে একে জেলার সমস্ত থানাতেই যুব তৃণমূলের পক্ষ থেকে অভিযোগ দায়ের করা হয়। মূল অভিযোগটি করেন যুব তৃণমূলের জেলা সভাপতি রমা গিরি। এছাড়াও হাজির ছিলেন সুজয় হাজরা, মৌ রায়, সৌরভ বসু, সারিফ মোল্লা, বুদ্ধ মহাপাত্র।

তৃণমূলের বক্তব্য, যেহেতু দিল্লি সরকারের বিরুদ্ধে জন বিরোধী নীতির বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়েছেন দল নেত্রী। তাই এইভাবে কদর্য ভাষায় আক্রমণ করে ভয় দেখাতে চাইছে বিজেপির নেতা কর্মীরা।

হলদিয়ায় মহিলাদের উদ্যোগে রক্তদান শিবির

নিজস্ব সংবাদদাতা, হলদিয়া ঃ শনিবার পূর্ব মেদিনীপুর জেলাতে এই প্রথম হলদিয়ার বাসুদেবপুরে রক্তদান শিবিরের আয়োজন করে মহিলা দ্বারা পরিচালিত একটি সংগঠন। এখানে প্রায় ৬০ জন মহিলা রক্তদান করেন। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় একজন মহিলা হয়ে আজ সব কাজে তিনি এগিয়ে আসছেন। তাই মহিলা হয়ে পিছিয়ে না থেকে এগিয়ে গিয়ে মানুষের পাশে দাঁড়াতে এই উদ্যোগ বলে জানান সংস্থার সদস্যরা। প্রসঙ্গত গ্রীষ্মে রক্তের সঙ্কট দূর করতে জেলা জুড়ে বিভিন্ন সংগঠন রক্তদান শিবিরের আয়োজন করে আসছে।

দঃ কাদুয়া মৎসখটি পরিদর্শন প্রতিনিধি দলের

নিজস্ব সংবাদদাতা, দেশপ্রাণ ঃ পূর্ব মেদিনীপুর জেলার দেশপ্রাণ ব্লকের দক্ষিণ কাদুয়া মৎস্য খটি পরিদর্শন করল পূর্ব মেদিনীপুর মৎসজীবী ফোরাম এবং কাঁথি মহকুমা খটি মৎস্যজীবী ইউনিয়নের এক প্রতিনিধি দল। নেতৃত্ব দেন পূর্ব মেদিনীপুর মৎস্যজীবী ফোরামের সাধারণ সম্পাদক তমাল তরু দাস মহাপাত্র। খটির সম্পাদক দীপক গিরি, সদস্য গোপাল মণ্ডল প্রতিনিধি দলকে খটির মাছ শুকানোর জায়গা, নৌকা রাখার জায়গা ঘুরিয়ে দেখান। খটির সম্পাদক দীপক গিরি বলেন, খটির ব্যবহৃত ৩০ একর জায়গা বনদপ্তরের সাথে আলোচনা করে ম্যানগ্রোভ ফরেষ্ট লাগানোর জন্য দেওয়া হয়েছে। কিন্তু বর্তমানে বনদপ্তর খটি কমিটির সাথে কোন আলোচনা না করে এককভাবে সিদ্ধান্ত নিচ্ছে মৎস্যজীবীদের ব্যবহৃত জায়গায় বন সৃজনের জন্য। খটিতে বর্তমানে ৬৫টি পালাঘর, ৫টি নৌকা প্রত্যক্ষভাবে ৬৫০ জন মৎস্যজীবী কারবার করে থাকেন। কারবার শুরুর মরশুমে বনদপ্তর খটির ব্যবহৃত জায়গায় বন সৃজনের পদক্ষেপ কোনভাবে মেনে নিতে পারছেন না খটির সাধারণ মৎস্যজীবীরা। ১ আগস্ট দেশপ্রাণ ব্লকের বিডিও মনোজ মল্লিকের নেতৃত্বে বিশাল পুলিশ বাহিনী দক্ষিণ কাদুয়া খটিতে মৎস্যজীবীদের পালাঘর ভাঙার জন্য পৌঁছান। ঘটনাস্থলে পৌঁছান মজিলাপুর গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান সমর রঞ্জন দাস, বামুনিয়া গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান কল্লোল পাল এবং দক্ষিণবঙ্গ মৎসজীবী ফোরামের সহ সভাপতি দেবাশিস শ্যামল। দীর্ঘ আলোচনার পর ঠিক হয় রেঞ্জ অফিসার আগামী ৭ দিনের মধ্যে সব পক্ষকে ডেকে আলোচনায় বসবেন। গোপাল মণ্ডল বলেন, খটিটি প্রায় ১০০ বছরের পুরানো। বর্তমানে যেখানে মাছ শুকনো হয়, সেই জায়গাকে আমরা মাটি ফেলে কারবারের যোগ্য করেছি। বনদপ্তর এসে বলে কিনা জমি ছেড়ে দাও গাছ লাগাবো। পূর্ব মেদিনীপুর মৎস্যজীবী ফোরামের সাধারণ সম্পাদক বলেন, সংগঠনের পক্ষ থেকে প্রশাসনিক স্তরে আবেদন জানিয়েছি। খটি মৎস্যজীবীদের জীবন এবং জীবিকা যাতে কোনভাবে যাতে ব্যাহত না হয়। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী প্রান্তিক মানুষের জন্য ভীষণ সংবেদনশীল। তিনি কখনই চাইবেন না ক্ষুদ্র মৎস্যজীবীদের জীবন এবং জীবিকা থেকে উচ্ছেদ করে বন সৃজন করতে। জেলা সংগঠনের পক্ষ থেকে মুখ্যমন্ত্রীর কাছে আবেদন জানানো হয়েছে খটির জমির ব্যবহারিক স্বত্ব খটি কমিটিকে প্রদান করা হোক। সংগঠন আশাবাদী আগামীদিনের আলোচনায় বনদপ্তর মৎস্যজীবীদের জীবন এবং জীবিকার প্রশ্নে সংবেদনশীন হবেন। প্রতিনিধি দলে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন কাঁথি মহকুমা খটি মৎস্যজীবী ইউনিয়নের সম্পাদক দেবব্রত খুঁটিয়া এবং প্রভাত বর।

ফাঁস লাগিয়ে আত্মঘাতী ছাত্রী

নিজস্ব সংবাদদাতা, ভূপতিনগর ঃ গলায় ওড়নার ফাঁস লাগিয়ে আত্মঘাতী হল এক ছাত্রী। এই ঘটনায় এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। পুলিশ জানিয়েছে, মৃতার নাম দীপনিতা আদক (১৭), ছাত্রীর বাড়ি ভূপতিনগর থানার বজরি গ্রামে। মৃত দীপনিতা স্থানীয় একটি স্কুলে একাদশ শ্রেণির ছাত্রী ছিল বলে জানা গেছে।, পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, শনিবার সকালে বাড়ির কড়ি কাঠে ওড়নার ফাঁস লাগানো অবস্থায় তাকে ঝুলতে দেখে পরিবারের লোকেরা। এরপর পরিবারের লোকেরা চিৎকার শুরু করেন। পরিবারের লোকেদের আর্তচিৎকার শুনে প্রতিবেশীরা গিয়ে দীপনিতার ঝুলন্ত মৃতদেহ দেখতে পান। ঘটনার খবর পেয়ে ভূপতিনগর থানার পুলিশ এসে বাড়ি থেকে ছাত্রীর ঝুলন্ত মৃতদেহ উদ্ধার করে। পুলিশ প্রাথমিক তদন্তে জানতে পেরেছে এক যুবকের সঙ্গে ছাত্রীর প্রণয়ের সম্পর্ক গড়ে ওঠে। বেশ কয়েক মাস ধরে তাদের প্রণয়ের সম্পর্ক চলতে থাকে। পরে তাদের সেই সম্পর্ক ভেঙ্গে যায়। এর পরেই ছাত্রীর মানসিকভাবে ভেঙ্গে পড়ে। আর সেই কারণে গলায় ফাঁস লাগিয়ে আত্মঘাতী হয় বলে পুলিশের প্রাথমিক অনুমান। যদিও মৃতার পরিবারের তরফে কোন লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়নি। ভূপতিনগর থানার পুলিশ একটি অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা দায়ের করে তদন্ত শুরু করেছে। পুলিশ মৃতদেহটি কাঁথি মহকুমা হাসপাতালে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠিয়েছে।

আত্মহত্যার প্ররোচনা দেওয়ায় গ্রেফতার শাশুড়ি

নিজস্ব সংবাদদাতা, রামনগর ঃ আত্মহত্যার প্ররোচনা দেওয়ার অভিযোগে অভিযুক্ত শাশুড়িকে গ্রেফতার করল রামনগর থানার পুলিশ। পুলিশ জানিয়েছেন, ধৃতের নাম শেফালি দাস (৫০)। সে রামনগর থানার উত্তর বাধিয়া গ্রামের বাসিন্দা। পুলিশ সূত্রে খবর, গত ৯ মে বাড়িতে তার বৌমা তপতী দাস নিজের গায়ে কেরোসিন তেল ঢেলে আগুন লাগিয়ে নেয় বলে অভিযোগ। পরিবারের লোকেরা তপতী দাসকে গুরুতর আহত অবস্থায় উদ্ধার করে এগরা সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে ভর্তি করেন। দুদিন পরে সেখানেই তাঁর মৃত্যু হয়। এগরা থানার গোপীচক গ্রামের বাসিন্দা মৃতের দাদা তাপস জানা গত ১ আগষ্ট তাঁর বোনের শাশুড়ি শেফালি দাস সহ পরিবারের লোকেদের বিরুদ্ধে রামনগর থানায় আত্মহত্যার প্ররোচনা দেওয়ার লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। অভিযোগের ভিত্তিতে শনিবার সকালে উত্তর বাদিয়া থেকে অভিযুক্ত শেফালি দাসকে গ্রেফতার করে পুলিশ। শনিবার ধৃত শেফালি দাসকে কাঁথি মহকুমা আদালতে তোলা হয়। বিচারক তাকে ১৪ দিনের জেল হেফাজতের নির্দেশ দেন।

গলায় ফাঁস লাগিয়ে আত্মঘাতী

নিজস্ব সংবাদদাতা, কাঁথি ঃ গলায় ফাঁস লাগিয়ে আত্মঘাতী হলেন এক যুবক। মৃত যুবকের নাম শঙ্কর গিরি (৩০)। মৃত যুবকের বাড়ি কাঁথি থানার বাসুদেববেড়িয়া গ্রামে। শনিবার সকালে বাড়ি থেকে ঝুলন্ত মৃতদেহ উদ্ধার হয় তাঁর। কাঁথি থানার পুলিশ মৃতদেহ ময়নাতদন্তে পাঠিয়েছে।